প্রতারনার অভিযোগে স্বামী স্ত্রীর আর ছেলে মায়ের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

প্রতারনার অভিযোগ এনে স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে আর ছেলে মায়ের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী মতিয়ার রহমান ও নাসির হোসেন মুন্না।

বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর পৌর শহরের দুধসরা বাসস্ট্যান্ডে এ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নাসির হোসেন মুন্না। তিনি বলেন, রাশেদা বেগম আমার মা,বোন আসমা খাতুন মুন্নি আর বোনাই মামুনুর রহমান। এরা সবাই লোভী, প্রতারক,ঠকবাজ চতুর ও পরসম্পদ হরনকারী।

মুন্না বলেন,আমার মা, আমার ও আমার পিতাকে প্রলোভন দেখিয়ে জমি আত্মসাতের নীল নকশা তৈরী করেন। এর সঙ্গে ছিলেন আমার বোন ও বোনাই। সেই নীল নকশায় পা দেন আমার পিতা। তিনি সরল বিশ্বাসে আমার নামীয় জমি কবলামূলে রেজিষ্ট্রি করে দেন। যা কোটচাঁদপুর মৌজায় অবস্থিত। এ জমির মধ্যে রয়েছে ভিটে বাড়ি ও মাঠ। সব মিলিয়ে ৭ বিঘা জমি তারা প্রতারনা করে রেজিষ্ট্রি করে নেন। এরপর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে,তাদের প্রকৃত রুপ। জমি রেজিষ্ট্রি করে নেওয়ার কিছিুদিন পর, তারা যুক্তি করে আমার পিতাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এর প্রতিবাদ করায়, তারা আমাকেও বাড়ি থেকে বের করে দেন।

তিনি বোনাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন,সব ষড়যন্ত্রের মাস্টার মাইন্ড হচ্ছে মামুন। সে শুধু জমি লিখে নিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। মামুন আমাকে আমেরিকা পাঠানোর নাম করে নগদ ২০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

স্ত্রী রাশেদা বেগম,মেয়ে ও জামাইয়ের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেছেন স্বামী মতিয়ার রহমান। তারা বলেন, ওই প্রতারকদের প্রতারনার শিকার হয়ে আমি ও আমার পিতা বাড়ি,মাঠের জমি ও নগদ টাকা হারিয়েছি। এ সব হারিয়ে আমরা এখন অসহায়।আমরা এখন ভবঘুরের মত রাস্তায় ঘুরছি। তাই বিষয়টি আপনাদের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে জানাতে চাই। কেউ যে এমন

প্রতারনার ফাদে পা না দেন।

এ ব্যাপারে মতিয়ার রহমানের স্ত্রী রাশেদা বেগম বলেন, এ সম্পর্কে ভাল- মন্দ আমার কাছে কি শুনবেন। আপনারা কোটচাঁদপুরের মানুষ। তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। তাহলে বুঝতে পারবেন,তারা কোন চরিত্রের মানুষ।

ঝিনাইদহে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৫নং কালিচরণপুর ইউনিয়নের উত্তর কাষ্টসাগরা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইদ্রীস আলীর পরিবারের উপর সন্ত্রাসী হামলা, মিথ্যা মানববন্ধন করে অপপ্রচার, হয়রানী ও দায়েরকৃত মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি প্রদানের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী মুক্তযোদ্ধা পরিবার।

মঙ্গলবার (১৬আগস্ট) দুপুর ১২টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রীস আলী ও মেয়ে ইডেন কলেজের ছাত্রী রঞ্জনা খাতুন জানান, মোঃ ইদ্রিস আলী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ সালে ৮ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর মনজুর রহমান এর নেতৃত্বে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। জেলার অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধারা তাকে চেনেন ও জানেন। মুল বাড়ী হরিণাকুন্ডু উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে হলেও তিনি ১৯৮৯ সাল থেকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৫ নং কালিচরণপুর ইউনিয়নে উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামে বসবাস করেন।

গত ইউপি নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের সমর্থন করায় বর্তমান স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান ও ১নং ওয়ার্ডের বর্তমান মেম্বর মিজানুর রহমান মিজু’র ইন্ধোনে সম্পতি ও জায়গা জমি নিয়ে একই গ্রামের পাঞ্জু শাহ, ইউনুস ও সুরত আলীর সাথে পুরাতন বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। জমিজমা সংক্রান্তে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। যার মামলা নং- অতিরিক্ত

জেলা জজ (২) দেওয়ানী আপিল-৮৪/২০। এরই জের ধরে তাদের প্রতিপক্ষ তোয়াজ উদ্দিন এর পুত্র মনিরুল প্রায়ই ইদ্রীস আলী বড় কন্যা (ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজের মাষ্টার্স ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী) রঞ্জনাকে উত্ত্যক্ত ও আপত্তিজনক প্রস্তাব দিয়ে আসছিল।

জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় আদালতে বিচারাধীন থাকাবস্থায় গত ২২ জুলাই রাত ৮ টার সময় তুহিন ও মনিরুলের হুকুমে দেশীয় অস্ত্রসস্ত্র, লাঠিসোটা নিয়ে তার পরিবারের উপর অতর্কিত হামলা করে।

এতে শালিকা শিখা খাতুন ও তার পুত্র মোঃ নয়ন কে জখম করে। এ সময় তার কন্যা (রঞ্জনা খাতুন) প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে গেলে মনিরুল, রানা রঞ্জনার জামা কাপড় ছিড়ে শ্লীলতাহানি ঘটায় ও এলোপাতাড়ী মারপিট করে এমনকি প্রতিবন্ধী স্ত্রী রাশিদা খাতুনকে মারপিট করে, শ্যালকের ৫ মাসের অন্তসত্তা স্ত্রীর তলপেটে লাথি ও ঘুষি মারে মনিরুল, ওবায়দুল ও আসাদ।

তিনি গত ২৩ জুলাই হতে ৩০জুলাই পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি এখনো শংকা মুক্ত নন।

বিষয়টি নিয়ে তার শালিকা ও তার পুত্র মোঃ নয়ন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। এর মধ্যে ২৫জুলাই ঝিনাইদহ কোর্টে মামলা দায়ের করে তার শ্যালক মোঃ সাবান শাহ। মামলা নং- ২২৫/২২ এবং কন্যা রঞ্জনা খাতুন গত ২৯জুলাই তারিখে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করে। যার নং- ৫৮/৩২৫।

তিনি লিখিত বক্তব্যে আরও বলেন এ ঘটনার পর থেকে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে খুনের হুমকি ধামকি দেয়। গত ১ আগস্ট আসামীদের জামিনের পরপরই আমার কন্যা রঞ্জনা খাতুন ও শ্যালক সাবান শাহ কে হত্যার হুমকি ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। এ অবস্থায় রঞ্জনা খাতুন ২ আগস্ট ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করে। ডায়েরী নং- ১১৯ এবং সাবান শাহ বাদী হয়ে গত ১আগস্ট ঝিনাইদহ কোর্টে একটি ৭ ধারা মামলা দায়ের করে। যার মামলা নং- ৪৩৪/২২।

উক্ত ঘঁটনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে থানা প্রশাসন এবং পিবিআই দফায় দফায় তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এর পরেও তারা ক্ষ্যান্ত হয় নি। উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকে গত ১২ আগস্ট সকালে সদর উপজেলার উত্তর কাষ্টসাগরা বাজারে একটি কথিত মানব বন্ধনের নামে আদিবাসীদের

ব্যবহার করে বিভিন্ন অশ্লীল ও আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করে ব্যানার, প্লেকার্ড, ফেস্টুন প্রদর্শন করে। আদৌও তারা কোন আদিবাসী নয়।

এ বিষয়ে তিনি ১৩ আগস্ট ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেন যার নং- ৮৭৪। তাছাড়া দুই কন্যা ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজ ও সরকারি কে.সি. কলেজে পড়ুয়া মেয়ের বিরুদ্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর পতিতা বিত্তি পেশার সাথে তুলনা করে। তাদের কুরুচি পূর্ণ বক্তব্য ও প্লেকার্ড প্রদর্শন করেছে। যা আমার পরিবার ও সন্তানদের জন্য লজ্জাজনক ও মানহানিকর। আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরকারি আবাসন প্রকল্পে দুই দফা ঋণ উত্তোলন করে উক্ত স্থানে স্থানীয় আনারুল ইসলাম তুফান মালিতার নিকট হইতে ৩ শতাংশ জমি নিয়ে একতালা বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করি। উক্ত ৩ শতাংশ জমি ব্যতিত আমার কোন সম্পত্তি নেই। আমি কখনোও আদিবাসি নামধারী কাহারও নিকট হইতে জমি ক্রয় বা ভোগদখল করি নাই। তথাপিও আমার ঋণের টাকায় নির্মানাধীন বাড়ি নিয়ে নানারকম কুরুচি পূর্ন বক্তব্য প্রদর্শন করে।

পরিবারটি এখন জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সংবাদ সম্মেলনে তিনি প্রকৃত সত্য ঘটনা প্রকাশ করে প্রশাসনের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষিদের শাস্তির দাবী জানান।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা (সাবেক কমান্ডার) রেজাউল ইসলাম,বীর মুক্তিযোদ্ধা জামাল হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দীন, শ্যালিকা শিখা খাতুন প্রমূখ।

দামুড়হুদা কৃষি অফিসারের বিরুদ্ধে প্রান্তিক কৃষকদের সাংবাদিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতি ও মুখ চিনে সরকারি প্রণোদনা দেয়ার অভিযোগ তুলে বঞ্চিত প্রান্তীক কৃষকরা দামুড়হুদা

প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে।

বুধবার দুপুর ১ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা প্রান্তিক কৃষকরা এ সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বঞ্চিত প্রান্তিক কৃষকরা

লিখিত বক্ত্যেবে বলেন, আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ বিভিন্ন গ্রামের প্রান্তিক কৃষক। আমরা দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষক সমাজের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের বিনামূল্যে দেওয়া বিভিন্ন কৃষি উপকরণের কৃষি প্রদর্শনী চাষ সহ প্রণোদনার সুবিধা কোনো প্রকার বরাদ্দ ও সুযোগ-সুবিধা পাই না।

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন-কল্যানে সরকারের মহতি উদ্যোগ বাঁধা গ্রস্ত হয়েছে বলে আমারা কৃষক হিসেবে বুঝতে পেরেছি। আমাদের জানামতে, দামুড়হুদা উপজেলার বেশীরভাগ প্রাপ্তিক কৃষকরা সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান তার নিকট আত্মীয় সামসুল ইসলাম মেম্বারকে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষক সংগঠন সিআইজির সভাপতি বানিয়ে সরকারের বরাদ্দকৃত কৃষি উপকরণ, প্রণোদনা ও প্রদর্শনী প্লটের বরাদ্দ সহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণে ব্যাপক অনিয়ম করে আসছেন।

যা মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করলে প্রদর্শনী প্লটে ব্যাপক অনিয়ম ও দূর্ণীতি ধরা পড়বে। কৃষিক্ষাতে উন্নয়নে সরকারের মহতি কমসূচির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মাত্রা এ ধরনের কৃষি কর্মকর্তার অনিয়মের কারনে ব্যাহত হচ্ছে ।

এ এলাকার সরকারি সুবিধা বঞ্চিত কৃষকদের জোরদাবী দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কৃষি প্রকল্প সমূহ সরজমিন তদন্ত ও প্রকৃত কৃষকরা যাতে সরকারি কৃষি সুবিধা পাই সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ।

সেই সাথে সম্প্রতি দামুড়হুদা কৃষি অফিসার কতৃক সাংবদিক লাঞ্চিত ঘটনার তিব্র নিন্দা, প্রতিবাদ ও তদন্ত পূর্বক শাস্তির দাবি জানায়।

এসময় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়স কুষক জেটের সভাপতি মোঃ মনোয়ার হোসেন, কৃষক মোঃ আনিসান তুহিন, মোঃ শফিকুল ইসলা, মোঃ মিজানুর

রহমান, মোঃ সাইদুর রহমান মোঃ জুনায়েদ হোসেন সহ উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা প্রান্তিক কৃষক ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাব ও দর্শনা প্রেসক্লাব এর সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

ঝিনাইদহে মিথ্যা হত্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

গরুর শিংয়ের আঘাতে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছে এক ভুক্তভোগী পরিবার।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে করে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফতেপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান।

এসময় তিনি বলেন, দেড় বছর আগে মহেশপুর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের গরু ব্যবসায়ী সুলতান গরুর শিংয়ের আঘাতে আহত হয়। এরপর থেকে সে বিভিন্ন সময় চিকিৎসা নিয়ে আসছিল।

গত ৬ জুন পুরন্দরপুর গ্রামের হালিমা খাতুনের বাড়িতে সুলতান ও হালিমাকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক করে তার দুই ছেলে রহিম ও রাসেল।

রাতে ওই ওয়ার্ডের মেম্বর মিজানুর রহমান ও পাশের ওয়ার্ডের মেম্বর আরিফুর রহমানসহ সুলতানের ভাই ফরিদ হোসেনের উপস্থিতিতে সুলতান ও হালিমার বিয়ে হয়।

সকালে হালিমাকে নিয়ে সুলতান তার বাড়িতে গেলে বাড়ির লোকজন বাড়িতে ঢুকতে না দিলে ঢাকায় চলে যায়। সেখানে ১৩ দিন থাকার পর সুলতানের ভাই ফরিদ ও তার পরিবারের লোকজন মেনে নেওয়ার আশ^◌াসে গ্রামে ডেকে আনে।

সেখানে মারধর করে তাদের জোর করে তালাক দেওয়া হয়। ঘটনার কয়েকদিন

পর অসুস্থ হলে গত ২৪ জুলাই যশোরে ভর্তি করা হয় সুলতানকে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চলতি মাসের ৩ তারিখে মারা যায়।

এ ঘটনাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে প্রতিপক্ষরা হত্যা মামলা দায়ের করেছে। এতে নির্দোষ ব্যক্তিদের আসামী করা হয়েছে।

সুলতান অভিযোগ করে বলেন, সুলতানের লাশ বাড়িতে আনলে শুরু হয় রাজনীতি। ওই এলাকার চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, পুলিশ হত্যা চেষ্টা মামলার আসামী জাহাঙ্গীর আমার ভাই মিজানুরের কাছে নির্বাচনে হেরে এটিকে হত্যা মামলা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে নির্দোষ ব্যক্তিদের হয়রানি বন্ধের পাশাপাশি মামলা প্রত্যহারের দাবী জানান তারা।

মুজিব আদর্শের দুর্গ হিসাবে মেহেরপুরকে গড়ে তোলা হবে-জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

আমাদের এই মুজিবনগর জাতির পিতার নামে নামাঙ্কিত বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী। বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণের পবিত্র জায়গা। অতএব জাতির পিতার নামে এই জায়গাটি সেই মুজিবের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন তা হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষকলীগ অতএব আমি আশা করব জাতির পিতার নামের যে পবিত্রতা রয়েছে প্রথম রাজধানীর এই মাটি প্রথম সরকারের শপথ গ্রহনের পবিত্র জায়গা অতএব আমাদের উপরে অনেক দায়দায়িত্ব রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে মুজিবের আদর্শের দুর্গ হিসাবে উন্নত সমৃদ্ধশালী জনপদ হিসাবে মুজিবনগর তথা মেহেরপুরকে গড়ে তোলা।

গতকাল শনিবার বিকেলে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে মুজিবনগরে উপজেলা কৃষক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন, বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের

সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি।

তিনি আরো বলেন, এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগ আগামী দিনে আরো শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠবে। আমি চায় যে এই কৃষকলীগ বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এই কৃষক আমরা যদি এই কৃষকলীগের ভাল নেতৃত্ব তৈরি করতে পারি তাহলে আমরা ক্ষৃকের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবো এবং প্রধানমন্ত্রীর বার্তা ও নির্দেশনা এবং কৃষির উন্নয়ন গুলো তাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারব।

আমরা কৃষকদের সমস্যার কথা এবং কৃষকদের আরও কিভাবে উন্নয়ন করতে পারি কৃষকদের সেবার মান আরো কিভাবে বাড়াতে পারি সেটাও কিন্তু আমরা কৃষকদের কাছ থেকে জানতে পারি।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান টিটুর সঞ্চালনায় এবং মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম মন্ডলের সভাপতিত্বে, উদ্বোধক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ কৃষক লীগ কেন্দ্র কমিটির সহ-সভাপতি এবং মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সভাপতি মাহবুব উল আলম শান্তি। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শরিফ আশরাফ আলী, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ন সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন,মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম পানু,কুঠি শিল্প বিষয়ক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুল ইসলাম স্বপন, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক হালিমা রহমান, বেসরকার সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম, সহ প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক নুরুল ইসলাম বাদশা। ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আবুল কালাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি সদস্য বাবুল মল্লিক।

যুবনেতা হাসানুজ্জামান লালটু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মতিন। সম্মেলনে আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ,

স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগের নেতৃকর্মীবৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শেষে সর্বসম্মতি কমে আগামী তিন বছরের জন্য জাহিদ হাসান রাজীবকে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি ও শাহিনুর রহমান মানিককে সাধারণ সম্পাদক এবং আরোজ আলীকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

আজ মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন

আজ ৯ মে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সম্মেলনকে ঘিরে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মাঝে প্রাণ সঞ্চার সৃষ্টি হয়েছে।

সম্মেলনে যোগ দিবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য পারভিন জামান কল্পনা।

সভাপতি প্রার্থী হিসেবে বর্তমান সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য রফিকুল ইসলাম তোতা।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নাসির উদ্দিন বাবলু।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হয়েছে। ওই কাউন্সিলে মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস সভাপতি এবং মহাজনপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মুজিবনগর কমপ্লেক্স মিলনায়তনে উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন উপলক্ষে ইতিমধ্যে সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের অনুসারীরা পৃথক পৃথক ওয়ার্ড কমিটি গঠণ করে। যা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে কেন্দ্র উভয় কমিটি বাতিল করে।

আজ মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সম্মেলন

দেড় যুগ পর আগামী আজ মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। সম্মেলনে যোগ দিবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য পারভিন জামান কল্পনা। এছাড়াও স্থানীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে বিকাল ৩টায় শুরু হবে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। সন্ধ্যার পরে শুরু হবে দ্বিতীয় অধিবেশন। সেখানেই নির্ধারণ হবে নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম।

তিন বছরের জন্য দায়িত্ব নেওয়া কমিটি নানা কারণেই পার করছে ১৮ বছর। আর এ ১৮ বছরের কমিটির প্রায় ১৫ জন পদস্থ নেতা মৃত্যুবরণও করেছেন ইতিমধ্যে। নতুন করে সম্মেলনকে ঘিরে আবারো নেতাকর্মীদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। সম্মেলনের দিনেই দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। তবে এবারের কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যেন নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় সে দাবিও করেছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা।

সম্মেলনকে ঘিরে ইতিমধ্যে কাউন্সিলর ও সাবজেক্ট কমিটির নেতাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করেছে পদ প্রার্থীরা। এবারের সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে ৫জন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ৮জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে। তবে কে হবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সে হিসেবে সম্মেলন হওয়ার আগে বলা কঠিন। তবে

যোগ্য প্রার্থীকেই সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করবেন নেতারা।

সভাপতি পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, পৌর কমিটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ভাই ও আওয়ামী লীগ নেতা ইকবাল হোসেন বুলবুল, জেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল।

সাধারণ সম্পাদক পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, সাবেক ছাত্র নেতা আমিনুল ইসলাম খোকন, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাড. খ.ম হারুন ইমতিয়াজ জুয়েল, জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিশান সাবের, জসিউর রহমান বকুল, সাবেক ছাত্র নেতা হাসানুজ্জামান হিলন, যুবলীগ নেতা ও কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৩ সালের ৭ আগস্ট তিন বছর মেয়াদে ৬৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও নতুন কমিটির মুখ দেখেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দীর্ঘ এই ১৮ বছরে কার্যকরী কমিটির ৭জন এবং উপদেষ্টা পরিষদের ৮জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

মৃতবরণকারী নেতারা হলেন, কার্যকরী কমিটির সহ-সভাপতি ডাঃ ওমর ফারুক, দপ্তর সম্পাদক খোকন মিয়া, সদস্য খাদেমুল ইসলাম, হারুন অর রশিদ হারু, পন্টু মিয়া, জহির রায়হান সেন্টু, মোশারফ মন্ডল।

উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আব্দুল মজিদ মাস্টার, মাহাবুবুর রহমান মধু, আব্দুল গণি, আব্দুল মহিত লাল্টু, আমজাদ হোসেন, বাবুল মিয়া, রফিকুল ইসলাম রফিক, শ্রী মহিমা রনজন পাল বাটুল বার্ধক্যজনিত ও বিভিন্ন কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

তিন বছর মেয়াদে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ গঠন করা হলেও বর্তমানে এই কমিটির বয়স ১৮ বছর। শুধুমাত্র কমিটি না হওয়ার কারণে মৃতরাও গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছেন।

বর্তমান এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অ্যাড. ইয়ারুল

ইসলাম। তিনি সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মো: আক্কাস আলী।

ছিটকে পড়েছেন মিলু, কী আছে জিয়া বিশ্বাসের ভাগ্যে ?

বিদ্রোহী হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন করে দল থেকে ছিটকে পড়েছেন সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু। আর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনে বিরাগভাজন হয়ে কপাল পুড়েছে সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের। ফলে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের এবারের নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের ভাগ্যে কী আছে তা কেউই বলতে পারছেন না। জোর দিয়ে বলতে পারছেন না তিনিও।

আগামী ৯ মে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সম্মেলনকে ঘিরে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মাঝে প্রাণ সঞ্চার সৃষ্টি হয়েছে।

সভাপতি প্রার্থী হিসেবে বর্তমান সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য রফিকুল ইসলাম তোতা।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নাসির উদ্দিন বাবলু।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী কামরুল হাসান চাদু বলেন, সম্মেলন উপলক্ষে নেতাকর্মীদের সাথে গণসংযোগেই অধিকাংশ সময় কাটছে। গতবার অল্প কিছু ভোটে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ফেল করেছিলাম। তবে এবার আশা করছি নেতাকর্মীরা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করবেন।

আরও পড়ুন কে হবেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ?

অপর সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী রেজাউর রহমান নান্নু বলেন,

বিদ্রোহী হিসেবে নির্বাচন করায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন অটো বহিষ্কার হয়েছেন। ফলে তারা কেউ কোন পদপ্রার্থী হতে পারছেন।

সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দুই আড়াই বছর ধরে কোন সমন্বয় করেন না বরং এড়িয়ে চলেন। সকল কাজে বাধা প্রদান করে আসছেন। ফলে তিনি কি চাইছেন সেটা তো পরিস্কার। তবে দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে আসছি স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতারা আমার সাথে আছেন। আশা করি তার পুরস্কার পাবো। সভাপতি প্রার্থী হিসেবে রফিকুল ইসলাম তোতার নাম শুনছি। তিনি জেলা সভাপতির মদদপুষ্ট হয়ে প্রার্থীতা ঘোষনা করেছেন। বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচনে কাজ করেছেন, সে হিসেবে সভাপতিকেও বিদ্রোহী বলা যায়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হয়েছে। ওই কাউন্সিলে মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস সভাপতি এবং মহাজনপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আগামী ৯ মে মুজিবনগর কমপ্লেক্স মিলনায়তনে উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন উপলক্ষে ইতিমধ্যে সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের অনুসারীরা পৃথক পৃথক ওয়ার্ড কমিটি গঠণ করে। যা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে কেন্দ্র উভয় কমিটি বাতিল করে।

কে হবেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ?

দেড় যুগ পর আগামী ৮মে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। কে হবেন সভাপতি, কে হবেন সাধারণ সম্পাদক সেই হিসেবে কষছেন নেতাকর্মীরা। দীর্ঘদিন সম্পাদকের

দায়িত্ব পালন করা আক্কাস আলী সভাপতি হিসেবে প্রার্থী হচ্ছেন। তিনি কি পারবেন দায়িত্ব ধরে রাখতে। এমন নানা হিসেবে নিকেষ এখন নেতাকর্মীরা। তিনি যদি না পারেন তাহলে তিনি কোথায় স্থান পাবেন। আর তিনি যদি সভাপতি নির্বাচিত হন তবে বাকি প্রার্থীদের আওয়ামী লীগের অবস্থান কি হবে। নানা জল্পনা কল্পনা চলছেই। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যারা প্রার্থী হচ্ছেন সকলেই আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের জন্য বিভিন্ন ভূমিকা রেখেছেন।

তিন বছরের জন্য দায়িত্ব নেওয়া কমিটি নানা কারণেই পার করছে ১৮ বছর। আর এ ১৮ বছরের কমিটির প্রায় ১৫ জন পদস্থ নেতা মৃত্যুবরণও করেছেন ইতিমধ্যে। নতুন করে সম্মেলনকে ঘিরে আবারো নেতাকর্মীদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। সম্মেলনের দিনেই দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। তবে এবারের কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যেন নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় সে দাবিও করেছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা।

সম্মেলনকে ঘিরে ইতিমধ্যে কাউন্সিলর ও সাবজেক্ট কমিটির নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। এবারের সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে ৫জন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ৮জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে। তবে কে হবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সে হিসেবে সম্মেলন হওয়ার আগে বলা কঠিন। তবে যোগ্য প্রার্থীকেই সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করবেন নেতারা।

সভাপতি পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, পৌর কমিটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ভাই ও আওয়ামী লীগ নেতা ইকবাল হোসেন বুলবুল, জেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল।

আরও পড়ুন ছিটকে পড়েছেন মিলু, কী আছে জিয়া বিশ্বাসের ভাগ্যে ?

সাধারণ সম্পাদক পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, সাবেক ছাত্র নেতা আমিনুল ইসলাম খোকন, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাড. খ.ম হারুন ইমতিয়াজ জুয়েল, জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিশান সাবের, জসিউর রহমান বকুল, সাবেক ছাত্র নেতা হাসানুজ্জামান হিলন, যুবলীগ নেতা ও কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা

শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল।

সভাপতি প্রার্থী আক্কাস আলী ১৮ বছর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ফরহাদ হোসেনের সঙ্গে রয়েছি। তিনি যেখানে মনে করবেন সেখানে রাখবেন। তবে সভাপতি প্রার্থী হিসেবে চেষ্টা করছি। দায়িত্ব পেলে সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করবো। না পেলে কোন খেদ নেই।

অপর সভাপতি প্রার্থী জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম সাজেদুল বলেন, সভাপতি প্রার্থী হিসেবে কাউন্সিলরদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করছি। বেশ সাড়া পাচ্ছি। এখনো চেষ্টা করছি কাউন্সিলরদের মন জয় করার।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান মফিজ বলেন, ছাত্রজীবন থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে রাজনীতি করছি। কয়েকবার কারাবরণও করেছি। বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেছি এবং এখনো করছি। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেলে দলকে শক্তিশালী করতে পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবো।

অপর সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিশান সাবের বলেন, সম্মেলনকে ঘিরে প্রস্তুতি নিচ্ছি। মেহেরপুর সদর উপজেলা ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি যেভাবে সাবজেক্ট কমিটির ভোটে কমিটি হয়েছে। আশা করছি একইভাবে মেহেরপুর পৌর কমিটিও গঠন হবে। সে হিসেবে সাবজেক্ট নেতাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৩ সালের ৭ আগস্ট তিন বছর মেয়াদে ৬৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও নতুন কমিটির মুখ দেখেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দীর্ঘ এই ১৮ বছরে কার্যকরী কমিটির ৭জন এবং উপদেষ্টা পরিষদের ৮জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

মৃতবরণকারী নেতারা হলেন, কার্যকরী কমিটির সহ-সভাপতি ডাঃ ওমর ফারুক, দপ্তর সম্পাদক খোকন মিয়া, সদস্য খাদেমুল ইসলাম, হারুন অর রশিদ হারু, পন্টু মিয়া, জহির রায়হান সেন্টু, মোশারফ মন্ডল।

উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আব্দুল মজিদ মাস্টার, মাহাবুবুর রহমান

মধু, আব্দুল গণি, আব্দুল মহিত লাল্টু, আমজাদ হোসেন, বাবুল মিয়া, রফিকুল ইসলাম রফিক, শ্রী মহিমা রনজন পাল বাটুল বার্ধক্যজনিত ও বিভিন্ন কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

তিন বছর মেয়াদে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ গঠন করা হলেও বর্তমানে এই কমিটির বয়স ১৮ বছর। শুধুমাত্র কমিটি না হওয়ার কারণে মৃতরাও গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছেন।

বর্তমান এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম। তিনি সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মো: আক্কাস আলী।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ:: একই কমিটি ১৮ বছর

তিন বছর মেয়াদে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ গঠন করা হলেও বর্তমানে এই কমিটির বয়স ১৮ বছর। কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও গঠন হয়নি মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি। ইতোমধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ও উপদেষ্টা সদস্যদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। শুধুমাত্র কমিটি না হওয়ার কারণে মৃতরাও গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছেন।

বর্তমান এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম। তিনি সদর উপজেলা চেয়ারম্যান। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মো: আক্কাস আলী।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৩ সালের ৭ আগস্ট তিন বছর মেয়াদে ৬৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও নতুন কমিটির মুখ দেখেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দীর্ঘ এই ১৮ বছরে কার্যকরী কমিটির ৭জন এবং উপদেষ্টা পরিষদের ৮জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

মৃতবরণকারী নেতারা হলেন, কার্যকরী কমিটির সহ-সভাপতি ডাঃ ওমর ফারুক, দপ্তর সম্পাদক খোকন মিয়া, সদস্য খাদেমুল ইসলাম, হারুন অর রশিদ হারু, পন্টু মিয়া, জহির রায়হান সেন্টু, মোশারফ মন্ডল।

উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আব্দুল মজিদ মাস্টার, মাহাবুবুর রহমান মধু, আব্দুল গণি, আব্দুল মহিত লাল্টু, আমজাদ হোসেন, বাবুল মিয়া, রফিকুল ইসলাম রফিক, শ্রী মহিমা রনজন পাল বাটুল বার্ধক্যজনিত ও বিভিন্ন কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

দীর্ঘদিন একই কমিটি থাকায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা গেছে এমন প্রসঙ্গে তুলে কমিটির কয়েকজন সদস্য বলেন, কমিটিতে যিনি সভাপতি বা সেক্রেটারি হন না কেন, নতুন কমিটি হলে কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আসে। একই কমিটি দীর্ঘদিন থাকলে সেই কমিটি নিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পেড়ে। বর্তমানের পৌর আওয়ামী লীগের সে ধরণের ঘটনায় ঘটছে। দ্রুত কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানান তারা। তবে কিছ’দিন আগে পৌর এলাকার কয়েকটি ওয়ার্ড সম্মেলন ও কমিটি গঠন করা হলে বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক সেগুলো মানতে নারাজ। তিনি জানিয়েছেন, নতুন কেও সব ওয়ার্ড কাউন্সিল করে কমিটি গঠন করা হবে।

বর্তমান কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসলাম খান পিন্টু বলেন, কবে কমিটি গঠন হয়েছে তা আমার নিজেরই মনে নেই। দীর্ঘ ১৫ বছর মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের কমিটি না হওয়া খুবই দুঃখজনক। এর আগে বেশ কয়েকবার কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দরা এসে কমিটি গঠনের কথা বললেও এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। আমরা চাই দ্রুত কমিটি গঠন করা হোক।

পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাচ আলী বলেন, নতুন কমিটি গঠনে আমি ৫ থেকে ৭ বার চেষ্টা করেছি। আগামী কমিটিতে আমি সভাপতি প্রার্থী। দলের নেতাকর্মীরা যদি মনে চায় আমাকে রাখবে না হয় রাখবে না, সিদ্ধান্ত তাদের কিন্তু আমি চাই কমিটিটা হোক। মূলত আমি ২০০৮ সাল থেকে চেষ্টা করছি এই কমিটির জন্য। ২০০৮ সালে আগে থেকে বিভিন্ন আন্দোলন বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে কমিটি হয়নি। কিন্তু পরে কমিটি হওয়ার সুযোগ ছিলো। পরে যেই কাউন্সিলের জন্য সবকিছু রেডি করি তখনই দলের নেতাকর্মীরা ঝামেলা পাকিয়ে বসে। তাছাড়া দলের মধ্যে তো গ্রুপিং আছেই। কেউ চায় কমিটি হোক, কেউ চায় না। অনেকেই চায় তাদের পছন্দের লোক হোক, পকেটের লোক হোক। ২০১৪ সালেও আমাদের প্রতিমন্ত্রী সে সময় এমপি ছিলেন উনিও যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন

কিন্তু অন্যান্য নেতারা বাধাগ্রস্ত করেছে। বাধাগ্রস্ত করলে তো কোন কাজ হয়না। অন্যান্য নেতার চায় না কমিটি হোক। সবাই চাই পকেটের লোক হোক। তবে আশা করছি আগামী ফেব্রুয়ারি বা মার্চে কমিটি গঠন হবে।

পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, ইতোপূর্বে তিনবার কাউন্সিলের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হলেও তা সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ গত নভেম্বরে কাউন্সিল হবার কথা থাকলেও সেটাও সম্ভব হয়নি।